দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG 26 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ফাজিল-কামিলের মান দেয়ার মতলবি উদ্যোগ

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বর্তমান সরকার শুরু থেকেই ঐতিহ্যবা
মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃতি ও চরিত্র বদলে ফেলার উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে
এমন কিছু বিধি-বিধান ইতোমধ্যেই প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে যা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে
দূরপ্রসারী মতলবের অংশহিসেবে পরিগণনার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসাগুলোতে ৩
শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মাদ্রাসার শিক্ষ
হওয়ার মতো উপযুক্ত মহিলার অভাব দেশে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরুষ মাদ্রাসায় মহি
শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফল এ দাঁড়িয়ে
যে, অধিকাংশ মাদ্রাসায় এই ৩০ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। এতে মাদ্রাসাগুলো
লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তিক্ত সত্য এই যে, সরাসরি না করে পরোক্ষভা
সরকার এ ধরনের অস্বাভাবিক, অবাস্তব বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসে
বাস্তবায়ন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত একটি ইসলামী দল মাদ্রাসা শিক্ষাবিরো
তৎপরতার প্রত্যক্ষ ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের আলেম-ওলাম
পীর-মাশায়েখ এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তী
ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে এলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। বেপরোয়া উপেক্ষা
তাদের ক্ষোভ-প্রতিবাদকে অস্বীকার করে আসছে। ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নেই
একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তার অধীনে ফাজিল ও কামিলকে ডি
ও মাস্টার্সের সমমান দেয়ার দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। এই গণদা
বাস্তবায়নের প্রশ্নেও সরকার চালিয়ে যাচ্ছে নানা টালবাহানা। নীতিগতভাবে ফাজিল
কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্সের সমমান দেয়ার কথা স্বীকার করেও সরকার ইসলামী আর
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি উপেক্ষা করে যাচ্ছে। সরকারের গঠিত বিভিন্ন কমিশন
কমিটি একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌক্তিকত
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করে তা প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট সুপারিশ করলেও সরকার
সুপারিশ বাস্তবায়নে এতটুকু আগ্রহ দেখাচ্ছে না। উল্টো এ নিয়ে এক কূটতৎপরতা চালি
যাচ্ছে। ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করে মান দেয়া
অভিসন্ধি চলছে। মাদ্রাসার পরিচয় মুছে মাদ্রাসাগুলোকে কলেজে রূপান্তর করাই
চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদি
সার সংক্ষেপে।

গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত সার-সংক্ষেপে স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রিসভা কমিটি
সদস্যরা। এটি এখন কেবিনেটে পাঠানো হবে। কেবিনেটের আগামী সোমবার অনুষ্ঠিতব
বৈঠকে এই সার-সংক্ষেপে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে। সার
সংক্ষেপ অনুযায়ী ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করা হবে
তার মর্যাদা হবে ডিগ্রী কলেজের সমান। আর ফাজিল-কামিল ডিগ্রী-মাস্টার্সের সমমান লা
করবে। এজন্য ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হতে
হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী কলেজ অধিভুক্তির যে নীতিমালা আছে, তাদেরও
নীতি মেনেই অধিভুক্ত হতে হবে। এই সঙ্গে অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোকে জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের তৈরী করা সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুসর
করতে হবে। বলা বাহুল্য, ডিগ্রী কলেজের অধিভুক্তি নীতিমালা মেনে যে মাদ্রাসা অধিভু
হবে সে মাদ্রাসা আর মাদ্রাসা থাকবে না– পরিণত হবে কলেজে। দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসাগুলো
বিদ্যমান সিলেবাস ও কারিকুলাম অধিভুক্ত মাদ্রাসায় কার্যকর থাকবে না। কলেজে
সিলেবাস ও কারিকুলামই কার্যকর হবে। এই ব্যবস্থায় কলেজের সংখ্যা কিছু বাড়বে
মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু হবে না। অন্যদিকে এই উছিলায় উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষা
পৃষ্ঠদেশে আঘাত করার আয়োজনই এগিয়ে নেয়া হয়েছে। অধিভুক্তির যে শর্ত রয়ে
তাতে হাতেগোনা কিছু মাদ্রাসা ছাড়া অধিকাংশই অধিভুক্তির সুযোগ পাবে না। এক থেকে
দু'একর জমি, নিজস্ব ক্যাম্পাস, প্রশাসনিক কক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কমনরুম, ৭শ
বর্গফুটের ন্যূনতম ১০টি শ্রেণী কক্ষ, প্রতি বিষয়ে ৩ জন শিক্ষক, প্রতিটি বিষয়ে কয়ে
হাজার বই ও রেফারেন্স লাইব্রেরী, প্রতি বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী ইত্যা
দেশের ক'টি ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার আছে? ১১১৮টি ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার মধ্যে
অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষে এই শর্ত পালন করা সম্ভব। এ শর্ত মেনে অধিভুক্ত হতে পা
এমন মাদ্রাসা প্রতি জেলায় একটিও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে গুটিকয়েক মাদ্রাস
শর্ত মেনে অধিভুক্ত হতে পারবে তাদের ফাজিল ও কামিল শিক্ষার্থীরা মান পাবে। যেস
মাদ্রাসা অধিভুক্ত হতে পারবে না তাদের শিক্ষার্থীরা মান পাবে না। বস্তুত, কিছু মাদ্রাসাকে
কলেজ বানিয়ে ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্সের মান দেয়ার সর্বজনগ্রাহ্য দাবীকে
চিরতরে মাটিচাপা দেয়া হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যা
করা হচ্ছে। আরও পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষাকে। আর এই কাজটি করছে
সেই সরকার যাকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মাদ্রাসা
ইসলামী শিক্ষার সর্বনাশ করার এমন পদক্ষেপ কোনো সরকার নিতে পারে– এটা ভাবতেও
বিস্মিত হতে হয়।

দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষার্থী
সকলেরই একমাত্র দাবী, ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্সের সমমান দিতে হবে এবং দিতে
হবে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এই সঙ্গে মাদ্রাসা
শিক্ষার যে ঐতিহ্য ও ধারা, সিলেবাস ও কারিকুলাম তা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কয়েকদিন
আগে দেশের সর্বজনমান্য দু'জন বুজুর্গ– ছারছীনার পীর সাহেব এবং ফুলতলীর পীর
সাহেব বিবৃতি দিয়ে সরকারের প্রতি অনুরোধ রেখেছেন মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা-ঐতিহ্য
বজায় রাখার এবং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিলের মান দেয়ার
তারা এই মুহূর্তে বিকল্প কি হতে পারে তার নির্দেশনাও দিয়েছেন। এর আগেও এমন আরো
অনেক বুজুর্গই অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দেশের
অভিভাবকতুল্য এই মান্যমান ব্যক্তিদের অনুরোধও সরকার বিবেচনায় আনার সৌজন
প্রদর্শন করেনি। রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে
সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের নামে কোনো ধাপ্পা-
প্রতারণা, মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের কোনো অশুভতৎপরতা ও চক্রান্ত দেশের আলেম-ওলামা,
পীর-মাশায়েখ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ কখনই সফল হতে দেবে না। মাদ্রাসা
শিক্ষাবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র তারা অবশ্য অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবে। আর এর
দায় ...